দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 AUG 1994 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

৫১

হঠাৎ ফল প্রকাশ ঃ ছাত্র অভিভাবকদের হয়রানি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশকে কেন্দ্র করে এক নজিরবিহীন হয়রানি ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ বছর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল সূত্রসমূহ থেকে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়া হয়। এছাড়া এবছর রেজাল্ট বই বিতরণ ও ফল প্রকাশে এক চরম অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান স্বয়ং এই বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টার-এ ঢাকা বোর্ডের চেয়ার-ম্যানকে উদ্ধৃত করে সংবাদ প্রকশিত হয়েছে যে বৃহস্পতিবার এসএসসি পরীক্ষার

(৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

হঠাৎ ফল প্রকাশ ঃ ছাত্র অভিভাবকদের হয়রানি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ফল প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নেই। জনাব লতিফুর রহমান দৈনিকটিকে ধারণা দিয়েছিলেন যে পরের সপ্তাহে ফল ঘোষণা করা হতে পারে।

কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকালে রেডিও-টেলিভিশনে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের খবর দেয়া হয়। এই খবরে আরও বলা হয় যে ফলাফল সংবাদপত্র অফিসগুলোতে পৌছে দেয়া হয়েছে এবং আজ শুক্রবার বিভিন্ন কেন্দ্রে ফল পৌছে যাবে। আবার এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয় যে, এবছর ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে কোন ফল টানানো হবে না। অথচ প্রতিবছর বোর্ড অফিসে রেজাল্ট টানিয়ে দেয়ার রীতি ছিল। এবার ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে।

ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে এই চরম অসঙ্গতির ফলে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র, সংবাদপত্র এবং পরীক্ষার্থীদের আত্মীয়-স্বজনকে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের অভিভাবকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অভিভাবকগণ সংবাদপত্র অফিসে যোগাযোগ করেন। ফল জানতে ইচ্ছুকরা সংবাদপত্র অফিসগুলোতে ভিড় জমায়। অনেক সংবাদপত্রে ফলাফলের বইও রাত ৮টার পর পৌছানো হয়।

অভিজ্ঞমহল শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের আচরণকে শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের প্রতি অবহেলা ও দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেছে। আগের বছরগুলোতে সকালের দিকে প্রেস কনফারেন্স করে কিংবা তথ্য অধিদফতরের মাধ্যমে বা সরাসরি শিক্ষাবোর্ডের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হত। ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই ফলাফলের বই ঢাকা মহা-নগরীর বিভিন্ন কেন্দ্র ও স্কুলে এবং মেট্রোপলিটন থানাগুলোতে পৌছে দেয়া হত। এছাড়া সংবাদপত্রকেও ফল প্রকাশের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ধারণা দেয়া হত। তাছাড়া মেধাতালিকার প্রথম কয়েকজনের ঠিকানা সাংবাদিকদের দেয়া হত। এবার সেটা করা হয়নি।

এবছর অনেক ছাত্র ও অভিভাবক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র, বোর্ড অফিস ও স্কুলে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আবারও সংবাদপত্র অফিসে ভিড় করেছে। গভীর রাত পর্যন্ত এই ভিড়ের কোন কমতি লক্ষ্য করা যায়নি। গত তিনদিন থেকে ফল প্রকাশ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ পায়। এছাড়া চারটি শিক্ষাবোর্ডের ফলাফল একসঙ্গে প্রকাশিত হবার কথা থাকলেও বৃহস্পতিবার একটি মাত্র বোর্ডের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এরফলে অন্য তিনটি শিক্ষা বোর্ডের ছাত্র ও অভিভাবকগণকেও রেজাল্টের জন্য হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এবছর এই অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হয়েছে। গতরাতে ঢাকা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে টেলিফোনে পাওয়া যায়নি।

ভুক্তভোগী মহল এই ঘটনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। তাদের মতে, বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না করা পর্যন্ত এই অসহনীয় অবস্থা চলতে থাকবে। তারা বিগত বছরগুলোর ফল প্রকাশের প্রক্রি-য়াকেও হয়রানিমূলক বলে অভিহিত করেছেন।

অভিজ্ঞমহল মনে করেন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা হলে সহজ প্রক্রিয়ায় ফল প্রকাশ করা সম্ভব। তাদের মতে, ফল প্রকাশের নির্দিষ্ট দিনের আগে সকল কেন্দ্র ও স্কুলে ফলাফলের বই দেয়া, প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ফল প্রকাশের অন্তত ১৫ দিন আগে ফল প্রকাশের তারিখ মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও হয়রানি অনেকাংশে কমে যাবে। তারা মনে করেন প্রতিবেশী দেশসহ বিভিন্ন দেশের উদাহরণ অনুসরণ করে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ডকে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করে এলাকাভিত্তিক রেজাল্টের বই প্রকাশ করে তা স্বল্পমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থাও করা সম্ভব। অভিজ্ঞ মহলের মতে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থায় ফল প্রকাশের ব্যবস্থাও করতে পারে।